ভোরের কাগজ

অভিমত

পিএসসির নতুন সিদ্ধান্ত : হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভোগান্তি

মোঃ জহুরুল ইসলাম

পিএসসির নতুন সিদ্ধান্তে হতাশ হাজার হাজার উচ্চ শিক্ষিত যুবক, উদ্বিগ্ন অভিভাবকগণ। ২৫তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হলে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ভাষায় (বাংলা, ইংরেজি) পৃথকভাবে ৪৫% নম্বর থাকতে হবে। পিএসসির এই হঠকারী সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা, শঙ্কিত অভিভাবক মহল। পিএসসির আকস্মিক এ সিদ্ধান্ত দায়িত্বহীনতার পরিচয়ই বহন করে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে মানুষের চাহিদা। শিক্ষা ক্ষেত্রেও নতুন চাহিদা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আর এসব চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রণীত হচ্ছে নতুন নতুন নিয়মকানুন। সেদিক থেকে পিএসসির এই নতুন চাহিদা অনাকাঙ্ক্ষিত নয়।

কিন্তু প্রতিটি নতুন নীতি বাস্তবায়নের পেছনে থাকে কার্যকারণ সম্পর্ক এবং প্রতিটি নীতিই প্রণীত হয় জাতির অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করে। কিন্তু পিএসসির নয়া এ নীতিতে এই সত্যের কোনো ছাপ নেই। নতুন এ নীতির কারণ হিসেবে পিএসসি উল্লেখ করেছে, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বাংলা ও ইংরেজিতে অদক্ষতা। আসলে এটা একটা অজুহাত মাত্র। আসল উদ্দেশ্য বিসিএস পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস করা; দায়িত্বভার এড়ানো। অর্থাৎ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী থেকে কিছুসংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থী নির্বাচন করার মতো কঠিন কাজকে সহজতর করার জন্যই এ সিদ্ধান্ত।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ভাষায় 'দুর্বলতা' অভ্যুহাতটি পিএসসির একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ। কারণ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ভাষায় ৪৫% না থাকায় কর্মকর্তাদের অদক্ষতার একমাত্র কারণ তা কি কোনো গবেষণা বা জরিপের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। আর তা হতেই পারে না। কারণ শিক্ষার্থীরা এসএসসি ও এইচএসসিতে ইংরেজিতে ভালো না করলেও পরবর্তী সময়ে ইংরেজিতে ভালো করে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ইরেজিতে ৪৫% নম্বর না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা ইংরেজি অনার্স কোর্সে ভর্তি হয়েছে এবং তারা অনার্স, মাস্টার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তা হলে এসব শিক্ষার্থীকেও কি ইংরেজিতে দুর্বল ভাবা যুক্তিযুক্ত হবে? আবার অনেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ৪৫% নম্বর না পেলেও ডিগ্রিতে ৪৫% নম্বরের উপরে পেয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে ইংরেজি বিষয়ে ভালো ফলাফলসহ মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেছে। তাদেরকেইবা কি করে ইংরেজিতে দুর্বল বলা যাবে? আবার অনেকেই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ৪৫% না পেলেও পরবর্তী সময়ে IELTS ও TOEFL কোর্স সম্পন্ন করেছে। এদের মধ্যে অনেকেই ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশুনা করে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তা হলে এরাও কি ইংরেজিতে দুর্বল হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে বিসিএস পরীক্ষার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে?

তাছাড়া এসএসসি এবং এইচএসসি পাসের জন্য শেখা ইংরেজি দিয়ে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। বিসিএস পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজিতে ন্যূনতম নম্বর পেতে হলে তাকে অবশ্যই অনেক জানতে হয়। একটা পরিকল্পিত সুন্দর মূল্যায়ন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিসিএস পরীক্ষায় যোগ্য ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হন—এটাই সচেতন মানুষের বিশ্বাস। পিএসসির কর্মকর্তাগণ কি এ বিশ্বাসের সঙ্গে একমত নন? যদি একমতই পোষণ করেন তাহলে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নম্বর নিয়ে টানাটানি কেন? প্রয়োজনে বিসিএস পরীক্ষার মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা যেতে পারে। বিসিএস পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে নির্দিষ্ট নম্বর অর্জনের টার্গেট দেওয়া যেতে পারে। যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে বর্তমান জ্ঞানের পরিধি মূল্যায়ন করে; পূর্ববর্তী শ্রেণীর প্রাপ্ত নম্বরে নয়।

একটা পরিকল্পিত সুন্দর মূল্যায়ন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিসিএস পরীক্ষায় যোগ্য ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হন-এটাই সচেতন মানুষের বিশ্বাস। পিএসসির কর্মকর্তাগণ কি এ বিশ্বাসের সঙ্গে একমত নন? যদি একমতই পোষণ করেন তাহলে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নম্বর নিয়ে টানাটানি কেন? প্রয়োজনে বিসিএস পরীক্ষার মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা যেতে পারে। বিসিএস পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে নির্দিষ্ট নম্বর অর্জনের টার্গেট দেওয়া যেতে পারে। যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে বর্তমান জ্ঞানের পরিধি মূল্যায়ন করে; পূর্ববর্তী শ্রেণীর প্রাপ্ত নম্বরে নয়।

না কি পিএসসির কর্মকর্তাগণ বিসিএস পরীক্ষাকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না। আর তারই ফলে পাবলিক পরীক্ষার নম্বরের উপরে গুরুত্বারোপ করেছেন। যাতে করে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকলে পরবর্তী সময়ে অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্য দিয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও অন্তত তাদের ন্যূনতম কোয়ালিটি থাকবে। অবশ্য এ ধারণা নিতান্ত অমূলক নয়। কারণ ২৪তম বিসিএস-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস—আমাদের এ কথাই মনে করিয়ে দেয়। আর বিসিএস পরীক্ষা যদি নামমাত্রই হয়, অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্য দিয়েই হয় তাহলে প্রহসনমূলক পরীক্ষা না নিয়ে সরাসরি পাবলিক পরীক্ষার ভিত্তিতেই নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত।

পিএসসির বর্তমান কর্তৃপক্ষ ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো যে নজিরবিহীন ঘটনা উপহার দিয়েছেন, সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য স্বল্প পরিসরে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়াস চালাচ্ছেন? যদি তাই হয় তাহলে আমরা বলতে চাই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে অন্যের ঘাড়ে বোঝা চাপানো থেকে বিরত থাকুন। দায়িত্ব পালন করতে না পারলে পদত্যাগ করুন। অযৌক্তিক ও জাতির স্বার্থবিরোধী কোনো চক্রান্ত ছাত্রসমাজ মেনে নেবে না। পিএসসির চেয়ারম্যানের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে যদি দেশ ও জাতির সেবা করতেই চান তাহলে অবিলম্বে অযৌক্তিক পরিকল্পনা বাতিল করুন এবং আসল সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কেননা পরিকল্পিত নিয়ম সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এই নীতিতে দেশের হাজার হাজার শিক্ষিত মেধাবী যুবক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনেক শিক্ষার্থী চারটি স্তরেই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েও এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজির যেকোনো একটিতে ৪৫%-নম্বর অর্জন করতে পারেনি। এখন তো তাদের পেছনে ফেরার সুযোগ নেই। তাছাড়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোনো শিক্ষার্থীকে ৪৫%-এর নিচে প্রাপ্ত বিষয়টিতে মানোন্নয়ন পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। কারণ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মেধাবী বলেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। তবে এখন হঠাৎ করে তাদের বিসিএস-এর অযোগ্য ঘোষণা করা শুধু অযৌক্তিকই নয়, অমানবিকও বটে। তাই বর্তমান সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনায় আনা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

১. বিসিএস পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে নির্দিষ্ট নম্বর প্রাপ্তির টার্গেট বেঁধে দেওয়া।

২. বাংলা ও ইংরেজির দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনে বিসিএস-এর কোর্স কারিকুলাম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নতুন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

৩. গবেষণার মাধ্যমে যদি প্রমাণিত হয় ভাষায় ৪৫%-এর কম নম্বরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কাজকর্মে অদক্ষ কেবল তখনই বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য উল্লিখিত শর্ত আরোপ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রেও বর্তমানে এসএসসি কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যখন বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তখন থেকেই এ নীতি কার্যকর করা।

৪. তার পূর্বে এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী ৪৫% নম্বর বা সম গ্রেড না পেলে সরকারি, গেজেটেড এবং নন গেজেটে (প্রথম শ্রেণীর) কোনো চাকরি করতে পারবে না, এই ঘোষণা প্রচার মাধ্যমসহ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রচার করা। যাতে করে কোনো শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজিতে ৪৫% নম্বর না পেলে পরবর্তী সময়ে মানোন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।

৫. যারা প্রথম বিভাগ/ গ্রেডে উত্তীর্ণ হবে তাদের ক্ষেত্রেও বাংলা ও ইংরেজিতে মানোন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান যা বর্তমানে চালু নেই।

৬. মেধাবী অথচ ইংরেজিতে ৪৫% বা সমগ্রেড পায়নি সে রকম শিক্ষার্থীদের জন্য TOEFL ও IELTS-এ নির্দিষ্ট স্কোর অর্জন সাপেক্ষ বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান।

৭. মেধাবী অথচ বাংলা বা ইংরেজিতে ৪৫% বা সমগ্রেড পায়নি এমন শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা শিক্ষা কোর্সের সার্টিফিকেট অর্জন সাপেক্ষ বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দান।

মোঃ জহুরুল ইসলাম : এমফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ ... ২৭ MAY 2013
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩